সাধারণ জ্ঞান ঃ Lecture # 04

বাংলাদেশ পরিচিতি

১। **ভূ-প্রকৃতি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভাগ করা হয়েছে-**
(ক) **৩টি অঞ্চলে** (খ) ৪-টি অঞ্চলে (গ) ৫-টি অঞ্চলে (ঘ) ৬-টি অঞ্চলে

তথ্যপ্রবাহ.....

- সাংবিধানিক নামঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ (The People's Republic of Bangladesh)।
- রাজধানী ঃ ঢাকা।
- রাষ্ট্রভাষা ঃ বাংলা।
- আয়তন ঃ ১,৪৭,৫৭০ বর্গ কিলোমিটার বা ৫৬,৯৭৭ বর্গমাইল।
- ভৌগলিক অবস্থান ঃ ২০°৩৪ উত্তর হতে ২৬°৩৮ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৮৮°০১ পূর্ব হতে ৯২°৪১ পূর্ব দ্রাঘিমাংশ।
- সীমানা ঃ উত্তরে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ, আসাম ও মেঘালয়, পূর্বে ভারতের আসাম, ত্রিপুরা, মিজোরাম এবং মায়ানমার; পশ্চিমে ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর।
- মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য ঃ ৫,১৩৮ কিঃ মিঃ/ ৪,৭১৯ কিঃমিঃ।
- সরকার পদ্ধতি ঃ সংসদীয় পদ্ধতির সরকার; এক কক্ষ বিশিষ্ট পার্লামেন্ট।
- লোকসংখ্যা ঃ .....(অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- পুরুষ ও মহিলা অনুপাত ঃ ..... (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- জনসংখ্যার ঘনত্ব ঃ ..... (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)
- জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার ঃ ..... (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- মানুষের গড় আয়ু ঃ ..... (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- শিক্ষার হার ঃ ..... (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- গড় মাথাপিছু আয় ঃ ..... মার্কিন ডলার (অর্থনৈতিক সমীক্ষা- ২০১৮)।
- স্থানীয় সময় ঃ গ্রীনিচ সময় অপেক্ষা ৬ ঘন্টা আগে।
- বিভাগ ঃ ৭টি।
- সিটি কর্পোরেশন ঃ ১০টি।
- জেলা ঃ ৬৪টি।
- উপজেলা ঃ ৪৮৫ টি (সর্বশেষ বরগুনার তালতলী)
- ইউনিয়ন ঃ ৪,৫০২ টি (সর্বশেষ কালিয়া, নড়াইল)

বাংলাদেশের ভূ-প্রকৃতি

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের অবস্থান ক্রান্ড়ীয় অঞ্চলে।
- ভূ-প্রকৃতি অনুসারে বাংলাদেশকে ৩ ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে-
  ১. পাহাড়ী এলাকা
  ২. সোপান অঞ্চল
  ৩. প-াবন ভূমি বা পাললিক সমভূমি অঞ্চল।
- বাংলাদেশের পাহাড়গুলো গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং উঁচু পাহাড়- গারো পাহাড় (ময়মনসিংহ)।
- ঢাকার প্রতিপাদ স্থান অবস্থিত- চিলির নিকট প্রশান্ড় মহাসাগরে।
- 'বরেন্দ্রভূমি' বলা হয়- রাজশাহী বিভাগের উত্তর পশ্চিমাংশকে।
- বরেন্দ্রভূমির আয়তন -৯,৩২৪ বর্গ কিলোমিটার।
- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের ভূ-খন্ড সৃষ্টির পূর্বে এখানে ছিল- বঙ্গখাদ বা Bango-Basin.
- বাংলাদেশে আগে সাগর ছিল তার প্রমাণ- চুনাপাথরের খনি।
- বাংলাদেশের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করেছে- কর্কটক্রান্ড়ি রেখা বা ৯০° পূর্ব দ্রাঘিমা রেখা বা ট্রপিক অব ক্যানসার।
- কাপ্তাই থেকে প-াবিত পার্বত্য চট্টগ্রামের উপত্যকা এলাকাকে বলা হয়-ভেঙ্গী ভ্যালি।
- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড় অবস্থিত- গাজীপুর, ময়মনসিংহ ও টাঙ্গাইল।
- মধুপুর ও ভাওয়ালের গড়-এর আয়তন- ৪,১০৫ বর্গ কিলোমিটার।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।

➢ ‘Swatch of no ground’- বঙ্গোপসাগরে অবস্থিত।

ভৌগোলিক অবস্থানগত বিবরণ

আপনি কি জানেন বাংলাদেশের-

উত্তর-পশ্চিম কোণের থানা- তেঁতুলিয়া
উত্তর-পূর্ব কোণের থানা- জকিগঞ্জ
দক্ষিণ-পূর্ব কোণের থানা- টেকনাফ
দক্ষিণ-পশ্চিম কোণের থানা- শ্যামনগর।

আয়তনে বাংলাদেশের

বড় বিভাগ	-	চট্টগ্রাম
ছোট বিভাগ	-	সিলেট
বড় জেলা	-	রাঙ্গামাটি
ছোট জেলা	-	মেহেরপুর (৭১৬ ব. কি. মি.)
বড় থানা	-	শ্যামনগর (সাতক্ষীরা)
ছোট থানা	-	কোতয়ালী (ঢাকা)

জনসংখ্যায় বাংলাদেশের

বড় বিভাগ	-	ঢাকা
ছোট বিভাগ	-	সিলেট
বড় জেলা	-	ঢাকা
ছোট জেলা	-	বান্দরবান
বড় উপজেলা	-	বেগমগঞ্জ (নোয়াখালী)
ছোট উপজেলা	-	রাজস্থলী (রাঙ্গামাটি)

বাংলাদেশের সীমানা ও ছিটমহল

২। **উপকূল হতে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্রসীমা কত?**
(ক) ২৫০ নটিক্যাল মাইল (খ) ২২৫ নটিক্যাল মাইল (গ) ২০০ নটিক্যাল মাইল (ঘ) ১৫০ নটিক্যাল মাইল

সীমানা সম্পর্কিত বিষয়

➡ বাংলাদেশের সাথে ভারতের ৫টি রাজ্যের সীমান্ড় রয়েছে- পশ্চিমবঙ্গ, আসাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা ও মিজোরাম।
➡ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড় চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়- ১৬ মে, ১৯৭৪ সালে।
➡ বাংলাদেশ-ভারত সীমান্ড় চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন- বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং ইন্দিরা গান্ধী।
➡ বাংলাদেশ-ভারতের অমিমাংসিত সীমান্ড়- ৬.৫ কি.মি.।
➡ বাংলাদেশের মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য ৫,১৩৮ কি. মি. এবং ভারতের সাথে মোট সীমান্ড় দৈর্ঘ্য ৪,১৪৪ কি. মি. (উৎস: ভূমি মন্ত্রণালয় রিপোর্ট)।
➡ বাংলাদেশের সাথে মায়ানমারের সীমান্ড় দৈর্ঘ্য- ২৮৩ কি. মি. বা ১৭৬ মাইল।
➡ বাংলাদেশের রাজনৈতিক সমুদ্র - ১২ নটিক্যাল মাইল বা ২২ কিমি।
➡ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সমুদ্র - ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৬৭ কিলোমিটার।
➡ বাংলাদেশের মোট সীমান্ড়বর্তী জেলা- ৩২টি।
➡ ভারতের সাথে বাংলাদেশের সীমান্ড়বর্তী জেলা- ৩০টি।
➡ মায়ানমারের সাথে বাংলাদেশের ৩টি জেলার সীমান্ড় রয়েছে- রাঙ্গামাটি, বান্দরবন ও কক্সবাজার।
➡ রাঙ্গামাটি জেলার সাথে ভারত ও মায়ানমারের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে।
➡ সীমান্ড়বর্তী বান্দরবন ও কক্সবাজার জেলার সাথে ভারতের কোন সংযোগ নেই।
➡ বরিশাল বিভাগের সাথে ভারতের কোন সীমান্ড় সংযোগ নেই।
➡ চট্টগ্রাম বিভাগের সাথে মায়ানমারের সীমান্ড় সংযোগ রয়েছে।

ছিটমহল ও সীমান্ড়বর্তী স্থান

☑ ভারতের অভ্যন্ড়রে বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল আছে।
☑ বাংলাদেশের অভ্যন্ড়রে ভারতের ১১১টি ছিটমহল আছে।
☑ ভারতের অধিকাংশ ছিটমহল বাংলাদেশের লালমনিরহাট (৫৯ টি) জেলায় অবস্থিত।
☑ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ ছিটমহল- দহগ্রাম আঙ্গরপোতা (লালমনিরহাট জেলা ও পাটগ্রাম থানা)।
☑ দহগ্রামের আয়তন- ৩৫ বর্গ মাইল।

☑ ভারত ১৯৭১ সালে পাদুয়া নামক স্থানটি দখল করে নেয়।
☑ ভারতের দখলকৃত 'পাদুয়া' নামক স্থানটি বাংলাদেশের সিলেট জেলা সীমান্ড়ে অবস্থিত।
☑ JBWG- Joint boundary working group।

সীমান্ড়বর্তী স্থানগুলোর অবস্থান

জেলা	সীমান্ড়বর্তী স্থানসমূহ
কুড়িগ্রাম	রৌমারী, বড়াইবাড়ী, কলাবাড়ী, ভন্দরচর, ইতলামারী, ভূরুঙ্গামারী
সিলেট	জকিগঞ্জ, কানাইঘাট, জৈন্ড়্রপুর, সোনারহাট, ঘোয়াইনঘাট, পাদুয়া, তামাবিল
লালমনিরহাট	হাতীবান্ধা , পাটগ্রাম, দহগ্রাম, মোগলহাট
ফেনী	বিলোনিয়া , মহুরীগঞ্জ, ফুলগাজী
পঞ্চগড়	বেড়ুবাড়ী
শেরপুর	নলিতাবাড়ী
কুষ্টিয়া	ভেড়ামারা
হবিগঞ্জ	চুনারুঘাট
কুমিল-া	চৌদ্দগ্রাম, বিবির বাজার, বুড়িচং
কক্সবাজার	উখিয়া, হ্নীলা

বর্তমান নাম ও পুরাতন নাম

৩। **ইসলামাবাদ কোন জেলার পূর্ব নাম?**
(ক) ময়মনসিংহ (খ) নোয়াখালী **(গ) চট্টগ্রাম** (ঘ) সিলেট

📖 তথ্যপ্রবাহ.....

বর্তমান নাম	পুরাতন নাম
বাংলাদেশ	পূর্ব পাকিস্ড়ান/ বং, বঙ্গ, বাঙালা
ঢাকা	জাহাঙ্গীরনগর /ঢাবেক্কা/ ঢুক্কা
চট্রগ্রাম	ইসলামাবাদ /পোর্টো গ্রান্ডে, শাতিলগঞ্জ
সিলেট	জালালাবাদ /শ্রীহট্ট
বরিশাল	চন্দ্রদ্বীপ/ বাকলা/ ইসমাইলপুর
নোয়াখালী	সুধারাম/ ভুলুয়া
কুমিল-া	ত্রিপুরা, পরগণা
ময়মনসিংহ	নাসিরাবাদ
কক্সবাজার	ফালকিং
কুষ্টিয়া	নদীয়া
জামালপুর	সিংহজানী
উত্তরবঙ্গ	বরেন্দ্রভূমি
ফেনী	শমসের নগর
গাইবান্ধা	ভবানীগঞ্জ
শাহবাগ	বাগ-ই-শাহেন শাহ
দিনাজপুর	গন্ডোয়ানাল্যান্ড
সাতক্ষীরা	সাতঘরিয়া
গাজীপুর	জয়দেবপুর
খুলনা	জাহানাবাদ
ফরিদপুর	ফাতেহাবাদ
বাগেরহাট	খলিফাবাদ
যশোর	খলিফাতাবাদ
মুন্সিগঞ্জ	বিক্রমপুর
মহাস্থানগড়	পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন
সোনারগাঁও	সুবর্ণ গ্রাম
ময়নামতি	রোহিতগিরি
রাঙ্গামাটি	হরিকেল
মুজিবনগর	বৈদ্যনাথতলা

বাংলা একাডেমি	বর্ধমান হাউজ
নিঝুম দ্বীপ	বাউলার চর
শরীয়তপুর	ইন্দ্রাকপুর পরগণা

ভৌগলিক উপনাম

তথ্যপ্রবাহ.....

ভাটির দেশ	বাংলাদেশ
বাংলার ভেনিস/ শস্য ভান্ডার	বরিশাল
নারিকেল জিঞ্জিরা	সেন্টমার্টিন দ্বীপ
বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার	চট্টগ্রাম
প্রাচ্যের ড্যান্ডি	নারায়ণগঞ্জ
মসজিদের শহর/ রিকসার নগরী	ঢাকা
বাণিজ্যিক রাজধানী	চট্রগ্রাম
পাহাড়-পর্বত ও রহস্যের লীলাভূমি	বান্দরবান
সাগরকন্যা	কুয়াকাটা
বাংলাদেশের প্রবেশদ্বার	চট্টগ্রাম বন্দর
পশ্চিমা বাহিনীর নদী	ডাকাতিয়া নদী
উপজাতীয় ক্যাপিটাল সিটি	দুর্গাপুর, নেত্রকোনা

বাংলাদেশের নদ-নদী পরিচিতি

৪। বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রশস্ড় নদী কোনটি?
(ক) **মেঘনা** (খ) পদ্মা (গ) সুরমা (ঘ) যমুনা

৫। মিয়ানমার ও বাংলাদেশকে বিভক্তকারী নদীর নাম কি?
(ক) কর্ণফুলি (খ) **নাফ** (গ) মাতামুহুরী (ঘ) সাঙ্গু

৬। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ বাংলাদেশের কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
(ক) বলেশ্বর (খ) **হাড়িয়াভাঙ্গা** (গ) ভৈরব (ঘ) রূপসা

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের দীর্ঘতম নদী- মেঘনা (বাংলাদেশ নদী কমিশনের মতে)। এশিয়াটিক সোসাইটির মতে - সুরমা (সুরমা না থাকলে ব্রহ্মপুত্র)।
- বাংলাদেশের প্রশস্ড়তম নদী- যমুনা।
- বাংলাদেশের খরস্রোতা নদী- কর্ণফুলী।
- বাংলাদেশ ও মায়ানমারকে বিভক্তকারী নদী- নাফ।
- নাফ নদীর দৈর্ঘ্য- ৫৬ কিঃ মিঃ।
- বাংলাদেশ ও ভারতকে বিভক্তকারী নদী- হাড়িয়া ভাঙ্গা।
- ভারত ফারাক্কা বাঁধ তৈরি করেছে- গঙ্গা নদীর উপর ।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
- মেঘনা নদীর উৎপত্তিস্থল- আসামের লুসাই পাহাড়ে।
- উৎপত্তিস্থলে মেঘনার নাম- বরাক নদী।
- দুই ভাগ হয়ে মেঘনা প্রবাহিত হয়- সুরমা ও কুশিয়ারা নামে ।
- বাকল্যান্ড বাঁধ অবস্থিত বুড়িগঙ্গা (১৮৬৪ সালে) নদীর তীরে।
- বাংলাদেশের জলসীমায় উৎপত্তি ও সমাপ্ত নদী - হালদা (হালদা না থাকলে সাঙ্গু)।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র অবস্থিত- কর্ণফুলী নদীর উপর।
- বাঁধ দিয়ে কৃত্রিম হ্রদ তৈরি করা হয়েছে- কর্ণফুলী নদীতে।
- জোয়ার ভাটা হয় না- গোমতী নদীতে।
- গোমতী নদীকে বলা হয়- কুমিল-ার দুঃখ।
- বাংলাদেশের মোট অভিন্ন বা আন্ড়ঃসীমান্ড় নদী- ৫৭টি।
- বাংলাদেশ হতে ভারতে প্রবেশকারী নদী- ১টি (কুলিখ)।
- একজন ব্যক্তির নামে নামকরণ করা হয়- রূপসা নদীটির (রূপ লাল সাহার নামে)।
- বুড়িগঙ্গা নদীর পূর্বনাম- দোলাই নদী (দোলাই খাল)।

- ব্রহ্মপুত্র নদের পূর্ব নাম- লৌহিত্য।
- পদ্মা নদীর পূর্ব নাম- কীর্তিনাশা।
- মায়ানমার হতে বাংলাদেশে আসা নদী- তিনটি। নাফ, মাতামুহুরী ও সাঙ্গু।
- নিঝুম দ্বীপ অবস্থিত- মেঘনা নদীর মোহনায় ।
- বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর- নারায়নগঞ্জ।
- বাংলাদেশের নদী গবেষণা ইনস্টিটিউট অবস্থিত- ফরিদপুরে।
- একটি নদীর নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে - ফেণী জেলাকে।
- টিপাইমুখ অবস্থিত- ভারতের মনিপুর রাজ্যে (বাংলাদেশের সিলেটের জকিগঞ্জ সীমান্তবর্তী এলাকা থেকে ১০০ কিঃ মিঃ দূরে)।

নদ-নদীর উপনদী ও শাখানদী

৭। **ধলেশ্বরী নদীর শাখানদী কোনটি?**
(ক) শীতলক্ষ্যা (খ) **বুড়িগঙ্গা** (গ) ঘরপা (ঘ) সংশী

নদীর নাম	উপনদী	শাখানদী
পদ্মা	মহানন্দা	১) মাথাভাঙ্গা ২) ভৈরব ৩) বড়াল ৪) গড়াই ৫) ইচ্ছামতি ৬) আড়িয়াল খাঁ
মহানন্দা	টাঙ্গন, পুনর্ভবা, নাগর, পাগলা, কুলিখ	-
যমুনা	করতোয়া	ধলেশ্বরী
ব্রহ্মপুত্র	তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার	পুরাতন ব্রহ্মপুত্র
মেঘনা	বাউলাই, গোমতি, ডাকাতিয়া	তিতাস
কর্ণফুলী	কাসালং, হালদা	বোয়াখালী
ধলেশ্বরী	-	বুড়িগঙ্গা, কালিগঙ্গা

চলো দেখি বিভিন্ন নদ-নদীর উৎপত্তিস্থল

৮। **ব্রহ্মপুত্র নদ হিমালয়ের কোন শৃঙ্গ থেকে উৎপন্ন হয়েছে?**
(ক) বরাইল (খ) কাঞ্চন জঙ্গা (গ) **কৈলাস** (ঘ) গডউইন অস্টিন

তথ্যপ্রবাহ.....

নদ-নদীর নাম	উৎপত্তিস্থল
পদ্মা	হিমালয় পর্বতের গাঙ্গোত্রী হিমবাহ
মেঘনা	আসামের নাগা মনিপুর পাহাড়ের দক্ষিণে লুসাই পাহাড়
কর্ণফুলী	মিজোরামের লুসাই পাহাড়ের লংলেহ
মাতামুহুরী	লামার মইভার পর্বত
যমুনা	কৈলাশ শৃঙ্গের মানস সরোবর হ্রদ

বিভিন্ন নদ-নদীর মিলনস্থল

৯। **মেঘনা নদী ব্রহ্মপুত্রের সাথে মিলিত হয়েছে-**
(ক) চাঁদপুরের কাছে (খ) **ভৈরব বাজরে** (গ) গোয়ালন্দে (ঘ) নারায়ণগঞ্জে

১০। **পদ্মা ও যমুনা নদী কোথায় মিলিত হয়েছে?**
(ক) ভোলা (খ) চাঁদপুর (গ) সিরাজগঞ্জ (ঘ) **গোয়ালন্দ**

তথ্যপ্রবাহ.....

মিলিত নদ-নদী	স্থান	নামধারণ
পদ্মা + যমুনা	গোয়ালন্দ	পদ্মা
পদ্মা + মেঘনা	চাঁদপুর	মেঘনা

পুরাতন ব্রহ্মপুত্র + মেঘনা	ভৈরববাজার	মেঘনা
তিস্ড়া + ব্রহ্মপুত্র	কুড়িগ্রাম	ব্রহ্মপুত্র
সুরমা + কুশিয়ারা	ভৈরববাজার	কালনি

বাংলাদেশের দ্বীপসমূহ

১১। বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?
(ক) ছেড়া দ্বীপ (খ) নিঝুম দ্বীপ **(গ) মহেশখালী** (ঘ) সেন্টমার্টিন

১২। দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ কোন নদীর মোহনায় অবস্থিত?
ক. হাড়িয়াভাঙ্গা খ. রূপসা গ. মহানন্দা ঘ. ভৈরব

তথ্যপ্রবাহ.....

- পৃথিবীর বৃহত্তম ব-দ্বীপ- বাংলাদেশ।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম ব-দ্বীপ- সুন্দরবন।
- বাংলাদেশের একমাত্র দ্বীপ জেলা- ভোলা।
- বাংলাদেশের সর্বদক্ষিণের দ্বীপ- ছেঁড়াদ্বীপ (ছেঁড়াদ্বীপ না থাকলে সেন্টমার্টিন দ্বীপ হবে)।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের আয়তন কত- ৮ বর্গ কিমি।
- সেন্টমার্টিন দ্বীপের আরেক নাম বা পুরাতন নাম- নারিকেল জিঞ্জিরা।
- নিঝুম দ্বীপের পুরাতন নাম- বাউলার চর।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- সাতক্ষীরা জেলায়।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ অবস্থিত- হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মোহনায়।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপের অপর নাম- নিউমুর বা পূর্বাশা (এই নামে ভারতের নিকট পরিচিত)।
- দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নিয়ে বিরোধ রয়েছে- বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে।
- ভারতীয় নৌ-বাহিনী জোরপূর্বক দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে- ১৯৮১ সালে।
- মন্দির রয়েছে- মহেশখালী দ্বীপে (আদিনাথ মন্দির)।
- 'শাহবাজপুর দ্বীপ' বর্তমানে পরিচিত- ভোলা নামে ।
- বাংলাদেশের বাতিঘরের জন্য বিখ্যাত-কুতুবদিয়া দ্বীপ।

"বাংলাদেশের পাহাড়-পর্বত"

১৩. বাংলাদেশের একমাত্র পাহাড়ি দ্বীপ কোনটি?
ক. ছেড়া দ্বীপ খ. নিঝুম দ্বীপ **গ. মহেশখালী** ঘ. সেন্টমার্টিন

তথ্যপ্রবাহ.....

- ☑ বাংলাদেশের পাহাড়সমূহ গঠিত হয়- টারশিয়ারী যুগে।
- ☑ বাংলাদেশের উঁচু পাহাড়- গারো পাহাড়।
- ☑ গারো পাহাড় অবস্থিত- ময়মনসিংহ জেলায়।
- ☑ 'ইউরেনিয়াম' পাওয়া গেছে- কুলাউড়া পাহাড়ে।
- ☑ 'কুলাউড়া পাহাড়' অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।
- ☑ 'চন্দ্রনাথের পাহাড়' অবস্থিত- চট্টগ্রামের সীতাকুন্ডে।
- ☑ 'চন্দ্রনাথের পাহাড়' বিখ্যাত- হিন্দুদের তীর্থ স্থানের জন্য।
- ☑ 'লালমাই পাহাড়' অবস্থিত- কুমিল-া।
- ☑ 'চিম্বুক পাহাড়' অবস্থিত- বান্দরবান।
- ☑ বাংলাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- তাজিং ডং।
- ☑ 'তাজিং ডং' পরিচিত- বিজয় নামে।
- ☑ 'তাজিং ডং' অবস্থিত- বান্দরবন জেলায়।
- ☑ 'তাজিং ডং'- মারমা শব্দ। এর অর্থ গভীর অরণ্যে পাহাড়।
- ☑ বাংলাদেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ- কেওক্রাডং।
- ☑ কেওক্রাডং অবস্থিত- বান্দরবান জেলায়।

বাংলাদেশের ইকোপার্ক

➡ বাংলাদেশের প্রথম 'ইকো পার্ক' অবস্থিত- সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড়ে।
➡ এশিয়া মহাদেশের বৃহত্তম ইকো পার্ক ও বোটানিক্যাল গার্ডেন অবস্থিত- বাংলাদেশের সীতাকুন্ডে।
➡ বাংলাদেশের হরিণ প্রজনন কেন্দ্র- কক্সবাজারের ডুলা হাজারায় (১৯৯৯ সালে)।

বাংলাদেশের ঝরণা ও জলপ্রপাত

☑ বাংলাদেশের শীতল পানির ঝরণা অবস্থিত- কক্সবাজারের হিমছড়ি পাহাড়ে।
☑ সীতাকুন্ডের চন্দ্রনাথের পাহাড় পরিচিত- গরম পানির ঝরণা হিসেবে।
☑ বাংলাদেশের একমাত্র উলে-খযোগ্য জলপ্রপাত- মাধবকুন্ড জলপ্রপাত।
☑ মাধবকুন্ড জলপ্রপাত অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলার বড়লেখায়।
☑ মাধবকুন্ড জলপ্রপাতের উৎপত্তিস্থল- বড়লেখা থানার পাথরিয়া পাহাড়।
☑ মাধবকুন্ডে বর্তমানে স্থাপন করা হয়েছে- ইকো পার্ক।

বাংলাদেশের বিল

তথ্যপ্রবাহ.....

➡ বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বিল- চলনবিল।
➡ 'চলনবিল' অবস্থিত- পাবনা ও নাটোর জেলায়।
➡ চলনবিলের মধ্যদিয়ে প্রবাহিত হয়েছে- আত্রাই নদীটি।
➡ 'তামাবিল' অবস্থিত- সিলেটে।
➡ বাংলাদেশের মিঠাপানির মাছের প্রধান উৎস- চলনবিল।
➡ 'বিল ডাকাতিয়া' অবস্থিত- খুলনা জেলার ডুমুরিয়া থানা।
➡ বাংলাদেশের 'পশ্চিমা বাহিনীর নদী' বলা হয়- ডাকাতিয়া বিলকে।

বাংলাদেশের হাওড়-বাওড়

১৪. বাংলাদেশের বৃহত্তম হাওর কোনটি?
ক. হাইল খ. পাথরচাওলি গ. চলন বিল **ঘ. হাকালুকি হাওর**

বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় হাওড়- হাকালুকি ।
'টাঙ্গুয়ার হাওড়' অবস্থিত- সুনামগঞ্জে।
'হাকালুকি হাওড়' অবস্থিত- মৌলভীবাজার।

বাংলাদেশের উপত্যকা

➡ কাপ্তাই থেকে প-াবিত রাঙ্গামাটি বা পার্বত্য চট্টগ্রাম উপত্যকাকে বলা হয়- ভেঙ্গী ভ্যালি।
➡ হালদা ভ্যালি অবস্থিত- খাগড়াছড়ি।
➡ 'বলিশিরা ভ্যালি' অবস্থিত- মৌলভীবাজার জেলায়।
➡ 'নাপিত খালী ভ্যালি' অবস্থিত-কক্সবাজার।

বাংলাদেশের সম্পদসমূহ

১৫. 'রবি শস্য' বলতে কি বুঝায়?
ক. গ্রীষ্মকালীন শস্য খ. বর্ষাকালীন শস্য **গ. শীতকালীন শস্য** ঘ. যে কোন সময়ের শস্য

কৃষি সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

➢ বাংলাদেশে ৪ বার কৃষিশুমারি হয়। এগুলো হল- ১৯৭৭, ১৯৮৬, ১৯৯৭ ও ২০০৮ সালে।
➢ চতুর্থ কৃষিশুমারির রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়- ২০০৯ সালে।
➢ জাতীয় কৃষিনীতি প্রণয়ন করা হয়- ১৯৯৯ সালে।
➢ বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য- ধান।
➢ ধান উৎপাদনের বাংলাদেশের অবস্থান- চতুর্থ।
➢ বাংলাদেশে মোট আবাদযোগ্য জমির পরিমাণ- ২ কোটি ১ লক্ষ ৫৭ হাজার একর (প্রায়)।
➢ বাংলাদেশে প্রধানত ৪ শ্রেনীর ধান রয়েছে। এগুলো হল- ক. আমন, খ. আউশ, গ. বোরো, ঘ. ইরি।
➢ বাংলাদেশের ময়মনসিংহ জেলায় সবচেয়ে বেশি ধান উৎপাদন হয়।

- ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষ দেশ- চীন।
- বাংলাদেশের মোট আবাদী জমির প্রায় ৭০ ভাগে ধান চাষ করা হয়।
- বাংলাদেশের খাদ্য উৎপাদনকারী এলাকার ৯২ ভাগ এলাকায়ই ধান উৎপাদিত হয়।
- চাউল রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ- থাইল্যান্ড।
- ইরাটম হচ্ছে- বাংলাদেশের একটি উন্নতমানের ধান।
- ব্রিশাইল হল- একটি উন্নতজাতের ধান।
- রবিশস্য বলতে বুঝায়- শীতকালীন শস্যকে।
- খরিপ শস্য বলতে বুঝায়- গ্রীষ্মকালীন শস্যকে।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম- বিরি (BRRI)।
- BRRI- Bangladesh Rice Research Institute।
- ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট গাজীপুরের জয়দেবপুরে অবস্থিত।
- বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭০ সালে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের নাম-BARI।
- BARI- Bangladesh Agricultural Research Institute।
- BARI এর কাজ- কৃষি উন্নয়ন।
- BARI অবস্থিত- গাজীপুরের জয়দেবপুরে।
- বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট- ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- BINA- Bangladesh Institute of Nuclear Agriculture।
- আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭২ সালে (বাংলাদেশের কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় চত্তরে)।
- BADC- Bangladesh Agricultural Development Corporation।
- HYV- High Yield Variety।
- পাটকে সোনালী আঁশ বলা হয়।
- আন্তর্জাতিক পাট সংস্থা (IJO) এর পরিবর্তিত নাম- IJSG (International Jute Study Group)।
- IJSG প্রতিষ্ঠিত হয়- ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল- চা।
- বাংলাদেশে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে প্রথম চা চাষ শুরু হয়- ১৮৫৪ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম চা বাগান- সিলেটের মালনিছড়া।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ চা বাগান- পঞ্চগড়ে।
- বাংলাদেশে মোট চা বাগান- ১৬৪ টি।
- বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি চা বাগান রয়েছে- মৌলভীবাজার জেলায় (৯১টি)।
- বাংলাদেশের অর্গানিক চা উৎপাদন শুরু হয়েছে- পঞ্চগড়ে।
- সম্প্রতি উৎপাদিত দেশের অর্গানিক চা এর নাম- মীনা চা।
- বাংলাদেশে চা গবেষণা কেন্দ্র- মৌলভীবাজার জেলার শ্রীমঙ্গলে।
- চা চাষের জন্য প্রয়োজন- অধিক বৃষ্টিপাত সমৃদ্ধ পাহাড়ী ঢালু অঞ্চল।
- চা উৎপাদনে প্রথম দেশ- ভারত।
- চা রপ্তানীতে শীর্ষ দেশ- কেনিয়া
- বাংলাদেশ রেশম বোর্ড অবস্থিত- রাজশাহীতে।
- রাবার চাষের জন্য বিখ্যাত স্থান- কক্সবাজারের রামু।
- বাংলাদেশে রাবার উৎপন্ন হয়- চট্টগ্রাম, মধুপুর, রাঙামাটি ও কক্সবাজারের রামু নামক স্থানে।
- বাংলাদেশে রাবার চাষ শুরু হয়- ১৯৬৫ সালে।
- যে ভূমিরূপটি বাংলাদেশে দেখা যায় না- মালভূমি।
- স্বর্ণাসার আবিষ্কার করেন- ড. আব্দুল খালেক।
- ১৯৮৭ সালে স্বর্ণাসার আবিস্কৃত হয়।
- জুমচাষ- পাহাড়ের ঢালে যে কৃষি চাষাবাদ হয়।
- জুমচাষ করা হয়- পাহাড়ী এলাকায়।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি উদ্যান- গাজীপুর জেলার কাশেমপুরে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম কৃষি খামার- ঝিনাইদহের মহেশপুরের দন্ডনগর (১৯৬২ সালে কার্যক্রম শুরু)।
- বাংলাদেশে মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ- ০.২৫ একর।
- ইউরিয়া সার তৈরিতে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহৃত হয়- মিথেন গ্যাস।
- পাহাড়ী এলাকায় আনারস চাষের ফলে মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়।

- ‘পদ্মা’ নদী ব্যতিত- উন্নত জাতের তরমুজের শস্যের বীজের নাম।
- নদী ছাড়া ‘যমুনা’- মরিচ।
- স্থান ছাড়া সুমাত্রা ও ম্যানিলা- তামাক জাতীয় শস্যের নাম।
- বাহার, মানিক, রতন- উন্নতজাতের টমেটোর নাম।
- পাখি ছাড়া- ময়না উন্নতজাতের ধানের নাম।
- পাখি ছাড়া- বলাকা, দোয়েল উন্নতজাতের গমের নাম।
- নদী ছাড়া ‘মহানন্দা’- উন্নত জাতের আম।
- ‘বর্ণালী’ ও ‘শুভ্র’- উন্নত জাতের ভুট্টা।
- ইররা, শুকতারা ও তারাপুরী-উন্নত জাতের বেগুন।

যেসব জেলায় যেসব ফসল বেশি জন্মায়

১৬. কোন জেলা তুলা চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী?

ক. যশোর খ. রংপুর গ. রাজশাহী ঘ. ফরিদপুর

তথ্যপ্রবাহ.....

ফসলের নাম	জেলা
ধান	ময়মনসিংহ
চা	মৌলভীবাজার
গম	রংপুর
পাট	রংপুর
তুলা	যশোর
তামাক	রংপুর
রেশম	নবাবগঞ্জ (রাজশাহী)
আনারস	রাঙামাটি ও সিলেট
নারিকেল	বরিশাল, খুলনা, নোয়াখালী, যশোর

খনিজ সম্পদ

১৭. বাংলাদেশের কোন গ্যাসক্ষেত্রটি আগুন লেগে সর্বপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে?

ক তিতাস খ. বাখরাবাদ **গ. টেংরাটিলা** ঘ. পলাশ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের প্রধান খনিজ সম্পদ- প্রাকৃতিক গ্যাস।
- প্রাকৃতিক গ্যাস হচ্ছে- প্রকৃতিতে তৈরী হাইড্রোকার্বন।
- সিলেটের হরিপুরে তথা বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস আবিস্কৃত হয়েছে- ১৯৫৫ সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয়- ১৯৫৭ (সিলেটের হরিপুরে)।
- বাংলাদেশ ভূ-খণ্ডে তেল গ্যাস অনুসন্ধান শুরু হয়- ১৯১০ সালে।
- প্রথম গ্যাস / তেল অনুসন্ধান কূপ খনন করা হয়- ১৯১০ সালে চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে।
- ছাতকে গ্যাস আবিস্কৃত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- পেট্রোলিয়াম আইন পাস হয়েছে- ১৯৭৪ সালে।
- পি.এস.সি পূর্ণরূপ- (Production Sharing Contract) প্রাকৃতিক গ্যাস অনুসন্ধানের চূড়ান্ত উৎপাদন বন্টন চুক্তি।
- CNG- Compressed Natural Gas।
- LPG- Liquefied Petroleum Gas।
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগার- ‘ইস্টার্ন রিফাইনারি লিমিটেড’ চট্টগ্রামের পতেঙ্গায়।
- বাংলাদেশে মোট গ্যাসক্ষেত্রের সংখ্যা- ২৭টি (সর্বশেষ কুমিল-ার শ্রীকাইল গ্যাসক্ষেত্র)।
- বাংলাদেশের সমুদ্র উপকূলে গ্যাস ক্ষেত্র রয়েছে- ২টি (সাঙ্গু ও কুতুবদিয়া)।
- সাঙ্গু- ১৬ নং ব-কে পড়েছে।
- সাঙ্গু গ্যাস ফিল্ড থেকে সরাসরি জাতীয় গ্রীডে গ্যাস সরবরাহ করা হয়- ১২ জুন ১৯৯৮ সালে।
- তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র অবস্থিত- ব্রাহ্মনবাড়িয়া।

- ঢাকায় সরবরাহকৃত গ্যাস আসে- তিতাস গ্যাস ক্ষেত্র থেকে।
- তিতাস-ঢাকা গ্যাস লাইনের দৈর্ঘ্য- ৯০ কিলোমিটার।
- দৈনিক সবচেয়ে বেশি গ্যাস উত্তোলন করা হয়- তিতাস থেকে।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় গ্যাস ক্ষেত্র- বিবিয়ানা।
- ১৯৯৭ সালে ১৪ জুন অগ্নিকান্ড ঘটে- মাগুরছড়া গ্যাস ক্ষেত্রে।
- মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ থানায় অবস্থিত।
- মাগুরছড়া গ্যাসক্ষেত্র ড্রিলিং করে- অক্সিডেন্টাল কোম্পানি।
- বাংলাদেশের প্রথম সামুদ্রিক গ্যাস ক্ষেত্রের নাম- সাঙ্গু।
- সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাস উত্তোলন করে- কেয়ার্ন এনাজি কোম্পানী।
- গ্যাস ক্ষেত্রে অনুসন্ধান ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে সারাদেশকে বিভক্ত করা হয়েছে- ৪৭ টি ব-কে।
- বাংলাদেশে প্রথম অগ্নিকান্ড ঘটে- হরিপুর গ্যাস ক্ষেত্রে ১৯৫৫সালে।
- বাংলাদেশে প্রথম খনিজ তেল আবিস্কৃত হয়- ২২ ডিসেম্বর ১৯৮৬ সালে (সিলেটের হরিপুরে)।
- বাংলাদেশে প্রথম বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তেল উৎপাদন শুরু হয়- ১৯৮৭ সালে।
- তেল উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায়- ১৯৯৪ সালে।
- বাংলাদেশে ইউরেনিয়াম আকরিকের সন্ধান পাওয়া যায়- মৌলভীবাজারের কুলাউড়ায়।
- দেশের প্রথম কয়লা খনি- বড় পুকুরিয়া কয়লা খনি, দিনাজপুর।
- বাংলাদেশের ভূগর্ভস্থ কয়লা সম্পদের অস্তিত্ব প্রথম প্রমাণিত হয়- ১৯৫৯ সালে।
- সর্বপ্রথম কয়লা আবিস্কার হয়- জামালগঞ্জে।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কয়লা- দিনাজপুর জেলার দীঘিপাড়ায়।
- বাংলাদেশে প্রাপ্ত সবচেয়ে উন্নত মানের কয়লার নাম- বিটুমিনাস কয়লা।
- বাংলাদেশে উন্নত মানের কয়লা বিটুমিনাস পাওয়া গেছে- জয়পুরহাটের জামালগঞ্জে।
- পেট্রোবাংলা যে পরিত্যক্ত গ্যাস ক্ষেত্রে গ্যাসের সন্ধান পায়- ফেনী গ্যাস ক্ষেত্রে।
- বাংলাদেশের গন্ধকের সন্ধান পাওয়া যায়- কুতুবদিয়ায়।
- বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান- মিথেন।
- কানাডিয়ান তেল-গ্যাস অনুসন্ধানকারী কোম্পানির নাম- নাইকো ।
- টেংরাটিলা গ্যাস ফিল্ডের পরিচালনার দায়িত্বে কোম্পানী ছিল- নাইকো।
- গ্যাস সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়- বিদ্যুৎ উৎপাদনে।
- বাংলাদেশের বিভিন্ন খনির কাজ করে- BAPEX (বাপেক্স) Bangladesh Petroleum Exploration & Production Company.
- BAPEX প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে।
- পেট্রোবাংলা প্রতিষ্ঠিত হয়-১৯৭২ সালে।
- বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম এক্সপ্লোরেশন (বাপেক্স) পূর্ণাঙ্গ তেল গ্যাস কোম্পানীতে রূপান্তরিত হয়- ১৬ জুন ২০০০ সালে।
- বাংলাদেশে হীরক ও স্বর্ণ প্রাপ্তির সম্ভবনা আছে- বড়পুকুরিয়ায়।
- সুন্দরবন এলাকায় তেল-গ্যাস অনুসন্ধানের দায়িত্বরত কোম্পানীর নাম- শেল।
- বাংলাদেশের দীঘিপাড়া ও নওগাঁর পত্নীতলার কয়লা খনিতে রূপা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- বাংলাদেশের দিনাজপুরের মধ্যপাড়া কয়লা খনিতে দস্তা পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।
- Black Gold বা 'কালো সোনা'- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে ও সেন্টমার্টিনে পাওয়া তেজস্ক্রিয় খনিজ পদার্থ।

বিদ্যুৎ শক্তি

- ঢাকায় সর্বপ্রথম বৈদ্যুতিক বাতি প্রচলন শুরু হয়- ৭ ডিসেম্বর, ১৯০১ সালে। (আহসান মঞ্জিল)
- বাংলাদেশে তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১০টি।
- সবচেয়ে বড় তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ভেড়ামাড়া, কুষ্টিয়া।
- বাংলাদেশে পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্র- ১টি।
- বাংলাদেশের একমাত্র পানি বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির নাম- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র (কর্ণফুলী নদীর উপর)।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণ হয়- ১৯৬২ সালে।
- কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রটি অবস্থিত- রাঙ্গামাটি জেলায়।
- বাংলাদেশের আণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রের নাম- রূপপুর আণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র (১৯৬১ সাল) পাবনা জেলায়।
- বাংলাদেশের প্রথম সৌরবিদ্যুৎ প্রকল্প চালু হয়- নরসিংদী জেলায়।
- পল্লী বিদ্যুৎ বোর্ড প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে ।
- বেসরকারী খাতে দেশে স্থাপিত প্রথম বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র- খুলনা বার্জমাউন্টেড।
- খুলনা বার্জমাউন্টেড বিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু হয়- ১২ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৮ সালে।

- সিরাজগঞ্জ জেলার বাঘাবাড়িতে স্থাপিত বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নাম- বিজয়ের আলো (বেসরকারী খাতে দ্বিতীয়)।
- বিজয়ের আলো আনা হয়- মালয়েশিয়ার লাবুয়ান দ্বীপ হতে।
- সরকার প্রতি ঘরে বিদ্যুৎ পৌছে দিবে বলে ঘোষণা করে- ২০২০ সালের মধ্যে।
- বাংলাদেশের বৃহত্তর বেসরকারী বিদ্যুৎ কেন্দ্র- মেঘনাঘাট বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র- সিলেটের হরিপুর বিদ্যুৎ কেন্দ্র।
- বাংলাদেশে প্রথম কয়লা চালিত বিদ্যুৎ কেন্দ্র- দিনাজপুরের বড় পুকুরিয়া।
- ঢাকা মহানগরীর বিদ্যুৎ সরবরাহ কর্তৃপক্ষের নাম- ডেসা।
- ডেসা চালু হয়- ১ অক্টোবর, ১৯৯১ সাল।
- বাতাস থেকে বিদ্যুত উৎপাদন যন্ত্রের নাম- উইন্ডমিল।
- REB- Rural Electrification Board।
- REB প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৭৭ সালে।
- BPDB- Bangladesh Power Development Board।

বনজ সম্পদ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের বনভূমিকে ৪টি অঞ্চলে বিভক্ত করা হয়েছে। যথা-
  ১. পাহাড়ী বনাঞ্চল, ২. ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল,
  ৩. সমতল এলাকার শালবন ৪. গ্রামীণ বন।
- UNESCO সুন্দরবনকে 'বিশ্ব ঐতিহ্যের' অংশ হিসেবে ঘোষণা করে- ৬ ডিসেম্বর, ১৯৯৭ সালে (৫২২ তম)।
- সুন্দরবনের আয়তন- ৬,০১৭ বর্গকিলোমিটার (বন অধিদপ্তর)।
- সুন্দরবন বাংলাদেশের ৫টি জেলাকে স্পর্শ করেছে।
- বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ২৮টি জেলাতে কোন রাষ্ট্রীয় বনভূমি নেই।
- পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় বনভূমি রয়েছে- ৭টি জেলায়।
- বাংলাদেশের দীর্ঘতম বৃক্ষ-বৈলাম বৃক্ষ।
- বৈলাম বৃক্ষ জন্মে- বান্দরবান বনাঞ্চলে।
- 'উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী' বনাঞ্চল করা হয়েছে- ১০টি জেলায়।
- বাংলাদেশে বন গবেষণা কেন্দ্র- চট্টগ্রাম।
- বিভাগ অনুসারে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি বনভূমি রয়েছে- চট্টগ্রাম বিভাগ।
- বিভাগ অনুসারে সবচেয়ে কম বনভূমি রয়েছে- রাজশাহী বিভাগে।
- পরিবেশ নীতি ঘোষণা করা হয়- ১৯৯২ সালে।
- বাংলাদেশের প্রথম সামাজিক বনায়নের কাজ শুর" হয়- ১৯৮১ সালে।

বাংলাদেশের বন্দরসমূহ

তথ্যপ্রবাহ.....

- বাংলাদেশের প্রধান সমুদ্র বন্দর- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত- কর্ণফুলী নদীর তীরে।
- চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দরকে বলা হয়- বাংলাদেশের প্রবেশ দ্বার।
- মংলা সমুদ্র বন্দর অবস্থিত- পশুর নদীর তীরে (বাগেরহাট)।
- মংলা সমুদ্র বন্দর প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫০ সালে।
- মংলা সমুদ্র বন্দরে বড় জাহাজের মাল খালাস করা হয়- চালনায়।
- বাংলাদেশে প্রস্তাবিত সর্বশেষ সমুদ্র বন্দরটি স্থাপন করা হবে- কুতুবদিয়া।
- 'বুড়িমারী স্থল বন্দরটি' অবস্থিত- লালমনিরহাট জেলায়।
- বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ও প্রধান স্থল বন্দর- বেনাপোল স্থল বন্দর (যশোর জেলায়)।

বাংলাদেশের অর্থনীতি

১৮. যমুনা সার কারখানাটি কোথায় অবস্থিত?

ক. জামালপুর খ. সিরাজগঞ্জ গ. ময়মনসিংহ ঘ. টাঙ্গাইল

১৯. কর্ণফুলী পেপার মিলস্ কোথায় অবস্থিত?

ক. **রাঙামাটির চন্দ্রঘোনায়** খ. সিলেটের ছাতকে গ. পাবনার পাকশীতে ঘ. কুষ্টিয়ার জগতিতে

তথ্যপ্রবাহ .....

- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রধান খাত- কৃষি।
- ☑ চরম দারিদ্র্য সীমার নীচে বাস করে মোট জনসংখ্যার- ২৫.১%।
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে কম দারিদ্র্য সীমার নিচে লোক বসবাস করে- কুষ্টিয়া জেলায়।
- ☑ বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি দারিদ্র্য সীমার নিচে লোক বসবাস করে- ময়মনসিংহ জেলায়।
- ☑ বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে- কৃষিখাত হতে ।
- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি-মিশ্র অর্থনীতি।
- ☑ VAT হল- পরোক্ষ কর।
- ☑ VAT এর পূর্ণরূপ- Value Added Tax বা মূল্য সংযোজন কর।
- ☑ VAT চালু হয়- ১জুলাই, ১৯৯১ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে প্রচলিত আছে- মুক্তবাজার অর্থনীতি।
- ☑ বাংলাদেশের মুক্তবাজার অর্থনীতি চালু হয়-১৯৯১ সালে।
- ☑ বিশ্বব্যাংকের ঢাকাস্থ কার্যালয়ের বর্তমান নাম- "ওয়ার্ল্ড ব্যাংক বাংলাদেশ ফিল্ড অফিস"।
- ☑ বাংলাদেশকে দারিদ্রমুক্ত ঘোষণা করা হবে- ২০২০ সালের মধ্যে।
- ☑ একটা দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের মাপকাটি- প্রকৃত মাথাপিছু আয়।
- ☑ বাংলাদেশের অর্থনীতি প্রধানতঃ নির্ভরশীল- বৈদেশিক সাহায্যের উপর।
- ☑ বাংলাদেশের রাজস্বের প্রধান উৎস- মূল্য সংযোজন কর।
- ☑ প্রত্যক্ষ শুল্কের আওতায় পড়ে- আয়কর।
- ☑ মুদ্রাস্ফীতির কারণ- মুদ্রার যোগান বৃদ্ধি এবং উৎপাদন হ্রাস।
- ☑ টাকার অবমূল্যায়নের কারণ- আমদানি রপ্তানি লেনদেনের ভারসাম্য রক্ষা করা।
- ☑ G.D.P এর পূর্ণরূপ- Gross Domestic Product বা মোট আভ্যন্তরীণ উৎপাদন।
- ☑ G.N.P এর পূর্ণরূপ- Gross National Product বা মোট জাতীয় উৎপাদন।
- ☑ সার্কভুক্ত দেশের মধ্যে বাংলাদেশের সাথে বাণিজ্যিক সম্পর্ক নেই- মালদ্বীপের।
- ☑ বাংলাদেশে সর্বশেষ অর্থনৈতিক শুমারী অনুষ্ঠিত হয়- ২০০১ সালে।
- ☑ বাংলাদেশের প্রথম নোট চালু হয়- ৪ মার্চ ১৯৭২ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম নোট বাজারে ছাড়া হয়- ১ ও ১০০ টাকা মূল্যমানের।
- ☑ বাংলাদেশের একমাত্র টাকা ছাপানোর প্রেস্টির নাম- সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস (গাজীপুর)।
- ☑ সিকিউরিটি প্রিন্টিং প্রেস চালু হয়- ১৯৮৯ সালে।
- ☑ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫৪ সালে।
- ☑ চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৯৫ সালে সালে।
- ☑ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে- পরিকল্পনা কমিশন।
- ☑ পরিকল্পনা কমিশনের চেয়ারম্যান নিয়োগ করেন- প্রধানমন্ত্রী।
- ☑ উন্নয়নে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার প্রবর্তক- স্ট্যালিন। (রাশিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট)।
- ☑ বাংলাদেশ এ পর্যন্ত পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে- ৫টি।
- ☑ পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়- ১টি।
- ☑ পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনা নেয়া হয়- দারিদ্র বিমোচনের জন্য।
- ☑ পঞ্চদশ বার্ষিকী পরিকল্পনার মেয়াদ- ১৯৯৫ - ২০১০ সাল।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করা হয়- ৩০ জুন ১৯৭২ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে প্রথম বাজেট ঘোষণা করেন- তাজউদ্দিন আহমেদ।
- ☑ বাংলাদেশের বাজেট গ্রহণ করা হয়- ঘাটতি বাজেট।
- ☑ বাংলাদেশ বিনিয়োগ বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৮৯ সালে।
- ☑ বাংলাদেশে সরাসরি বিনিয়োগকারী সর্ববৃহৎ দেশ- যুক্তরাষ্ট্র।
- ☑ প্রাইভেটাইজেশন বোর্ড গঠিত হয়- ১৯৯৩ সালে।
- ☑ বিদেশি বিনিয়োগকারীদের মধ্যে সর্ববৃহৎ বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান- ইয়ংওয়ান (দক্ষিণ কোরিয়া)।
- ☑ বর্তমানে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি সাহায্য প্রদান করে- জাপান।
- ☑ বর্তমানে বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদান করে- জাপান।
- ☑ বাংলাদেশকে সবচেয়ে বেশি ঋণ প্রদান করে- IDA।
- ☑ বাংলাদেশের রপ্তানি আয়ের তৃতীয় সর্বোচ্চ ভাগ আসে- চামড়া খাত থেকে ।
- ☑ বাংলাদেশের মোট রপ্তানি আয়ের EPZ এর অবদান- ১৮%।
- ☑ বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করে- যুক্তরাষ্ট্রে।

☑ বাংলাদেশ টাকার অংকে সবচেয়ে বেশি আমদানি করে- চীন থেকে।
☑ ইউরোপীয় ইউনিয়নের লুক্সেমবাগ ছাড়া সব দেশেই পণ্য রপ্তানি করে।

বাংলাদেশের ব্যাংকিং ব্যবস্থা

বাংলাদেশ ব্যাংক

- বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম - বাংলাদেশ ব্যাংক।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা হয় ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ (বাংলাদেশ ব্যাংক অর্ডার ১৯৭২ অনুসারে)।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পূর্বনাম - স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্থান।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের স্থপতি - শফিউল কাদের।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদের সদস্য সংখ্যা - ৯ জন (১জন চেয়ারম্যান ও ৮জন পরিচালক)।
- বাংলাদেশ ব্যাংক প্রশিক্ষণ একাডেমী অবস্থিত - মিরপুরে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় - মতিঝিল, ঢাকা।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের শাখা - ৯টি
- বাংলাদেশ ব্যাংকের প্রথম গভর্ণর - এ এন এম হামিদুল-াহ।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের বর্তমান গভর্ণর - ডঃ আতিউর রহমান।

আরও জানতে হবে

- বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারী ব্যাংক আরব বাংলাদেশ ব্যাংক।
- কর্মসংস্থান ব্যাংক প্রতিষ্ঠা হয় ১৯৯৮ সালে।
- গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে ১ অক্টোবর, ১৯৮৩ সালে।
- গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা - ডঃ মোঃ ইউনুস।
- গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল অনুসরণ করা হয় বিশ্বের ১১৯টি দেশে।
- বাংলাদেশ ব্যাংকের ১ম মহিলা মহাব্যবস্থাপক - নাজনীন সুলতানা।
- বাংলাদেশে টাকা ছাপানোর প্রেসটির নাম Security Printing Press (১৯৮৯)।
- বাংলাদেশ টাকা ছাপানোর কাগজ আমদানী করে সুইজারল্যান্ড হতে।
- Dhaka Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৫৪ সালে।
- Chittagong Stock Exchange প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৯৫ সালে।
- বাংলাদেশ সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ব্যাংক ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড।

শিল্প ও কলকারখানায়

বাড়ির কাজ.....

- বাংলাদেশের জাতীয় আয়ে শিল্প খাতের অবদান-
- বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রার সিংহভাগ আসে- তৈরী পোশাক থেকে।
- বর্তমানে তৈরী পোশাক থেকে রপ্তানি আয়ের মোট অবদান- .....
- তৈরী পোশাক সবচেয়ে বেশি রপ্তানি করা হয়- যুক্তরাষ্ট্রে।
- বাংলাদেশে পাটকলের সংখ্যা- ১৬টি।
- বাংলাদেশ তথা এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী প্রতিষ্ঠিত হয়- ১৯৫১ সালে।
- আদমজী পাটকল বন্ধ হয়ে যায়- ৩০ জুন ২০০২ সালে।
- বাংলাদেশে বস্ত্রকল- ২৪টি (সরকারী)।
- বাংলাদেশে মোট চিনির কল- ১৪টি।
- বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনির কল- কের" এন্ড কোঃ লিঃ (দর্শনা)।
- বাংলাদেশে সার কারখানা- ৮টি।
- বাংলাদেশে বড় সার কারখানা - যমুনা সার কারখানা (জামালপুরের তারাকান্দিতে)।
- বাংলাদেশের একমাত্র দানাদার ইউরিয়া সার উৎপাদনকারী কারখানা- যমুনা সার কারখানা।

- যমুনা সার কারখানা নির্মাণে কোন দেশ সহযোগিতা করে- জাপান।
- বেসরকারী খাতে বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় সার কারখানা- কাফকো।
- জাপানের আর্থিক সহায়তায় গড়ে উঠেছে- কাফকো।
- কাফকোতে জাপানের শেয়ারের পরিমাণ- ৪৪%।
- জিয়া সার কারখানা উৎপাদিত সারের নাম- ইউরিয়া।
- ইউরিয়া সারের কাঁচামাল- মিথেন গ্যাস।
- ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা অবস্থিত- সিলেটে।
- ঘোড়াশাল কারখানায় উৎপাদিত সারের নাম- ইউরিয়া।
- সবচেয়ে বড় কাগজ কল- কর্ণফুলী পেপার মিল।
- কর্ণফুলী পেপার মিল কোথায়- চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি।
- বাংলাদেশের প্রথম কাগজকল- কর্ণফুলী পেপার মিল (স্থাপিত হয় ১৯৫৩ সালে)।
- উত্তরবঙ্গ কাগজকল অবস্থিত- পাকশী, পাবনা।
- বাংলাদেশে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা - ১টি (গাজীপুর)।
- বাংলাদেশের একমাত্র তেল শোধনাগারের নাম- ইষ্টার্ন রিফাইনারী, পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।
- বাংলাদেশের একমাত্র রেয়ন মিলটি অবস্থিত- কর্ণফুলী রেয়ন মিল (চন্দ্রঘোনা, রাঙ্গামাটি)।
- বাংলাদেশের টেলিফোন শিল্প সংস্থা অবস্থিত- টঙ্গী ও খুলনা।
- বাংলাদেশের একমাত্র তাঁত প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউটটি অবস্থিত- নরসিংদীতে।
- বাংলাদেশ মেশিন টুলস কারখানা অবস্থিত- গাজীপুর।
- বাংলাদেশের মোটর সাইকেল সংযোগ অবস্থিত- টঙ্গী (এটলাস বাংলাদেশ লিমিটেড)।
- বাংলাদেশের বৃহত্তম লৌহ ও ইস্পাত কারখানার নাম- চট্টগ্রাম স্টীল মিল (চট্টগ্রাম)।
- ঢাকার উত্তরায় বেসরকারী উদ্যোগে গড়ে ওঠা শিল্পনগরী- 'লাভসিটি'।
- বাংলাদেশের শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে- সিরাজগঞ্জে, নরসিংদীতে, নারায়ণগঞ্জে।

বাংলাদেশের সার কারখানা

	নাম	কাঁচামাল
১।	যমুনা সার কারখানা	জামালপুর
২।	ফেঞ্চুগঞ্জ সার কারখানা	সিলেট
৩।	পলাশ সার কারখানা	নরসিংদী
৪।	ঘোড়াশাল সার কারখানা	নরসিংদী
৫।	ইউরিয়া সার কারখানা	চট্টগ্রাম
৬।	কর্ণফুলী সার কোম্পানি লি:	চট্টগ্রাম
৭।	জিয়া সার কারখানা	আশুগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া
৮।	টিএসপি সার কারখানা	চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র

তথ্যপ্রবাহ.....

- ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র হচ্ছে- আন্তর্জাতিক টেলিযোগাযোগের মাধ্যম।
- বাংলাদেশে ৪টি ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র আছে।

ভূ-উপগ্রহ কেন্দ্র	প্রতিষ্ঠার সাল
রাঙামাটির বেতবুনিয়া	১৯৭৫
গাজীপুরের তালিবাবাদ	১৯৮২
ঢাকার মহাখালী	১৯৯৫
সিলেট	১৯৯৭

Home Work

০১। **কর্ণফুলী পেপার মিলে ব্যবহৃত কাঁচামাল কি?**
ক. বাঁশ খ. আখের ছোবড়া গ. খড় ঘ. পাটখড়ি

০২। **বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় কবে?**
ক. ১৯৮৩ সালে খ. ১৯৭৫ সালে গ. ১৯৮১ সালে ঘ. ১৯৭৭ সালে

০৩। **গ্রীমাণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা -**
ক. ড. মুহাম্মদ ইউনুস খ. ড. মুহাম্মদ ইউসুফ গ. ড. মুহাম্মদ কাদিরিয়া ঘ. ফজলে হাসান আবেদ

০৪। **'লালপুকুর' কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. রংপুর খ. কুমিলা গ. রাজশাহী ঘ. বরিশাল

০৫। **বাংলাদেশের প্রধান পর্যটন কেন্দ্র কোনটি?**
ক. রাঙ্গামাটি খ. ময়নামতি গ. পাহাড়পুর ঘ. কক্সবাজার

০৬। **বাংলাদেশে নতুন নোট চালু করার ক্ষমতা আছে কার?**
ক. বাংলাদেশ ব্যাংকের খ. সোনালী ব্যাংকের গ. গভর্ণরের ঘ. অর্থমন্ত্রীর

০৭। **বাংলাদেশে প্রথম নোট চালু হয় কবে?**
ক. ৪ জুলাই, ১৯৭২ খ. ৪ মার্চ, ১৯৭২ গ. ৪ এপ্রিল, ১৯৭২ ঘ. ৪ মার্চ, ১৯৭১

০৮। **বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সিংহভাগ আসে কোথা হতে?**
ক. পোশাক শিল্প হতে খ. মৎস্য শিল্প হতে গ. কর সংগ্রহ হতে ঘ. কৃষি খাত হতে

০৯। **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ চিনিকল কোনটি?**
ক. জয়পুরহাট চিনি কল খ. কুষ্টিয়া চিনিকল গ. কের" এন্ড কোং লিঃ দর্শনা ঘ. ঠাকুরগাঁও

১০। **বাংলাদেশের প্রথম সরকারি EPZ কোনটি?**
ক. ঢাকা EPZ খ. কুমিলা EPZ গ. চট্টগ্রাম EPZ ঘ. ঈশ্বরদী EPZ

১১। **বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় ঋণদাতা গোষ্ঠী হচ্ছে -**
ক. IMF খ. IDA গ. IDB ঘ. IFC

১২। **বিদেশী বিনিযোগকারীদের মধ্যে বাংলাদেশে বিনিয়োগকারী সর্ববৃহৎ প্রতিষ্ঠান কোনটি?**
ক. ইয়ংওয়ান খ. ন্যামনাম গ. অক্সিডেন্টাল ঘ. কেয়ার্ণ এনার্জি

১৩। **বাংলাদেশে একমাত্র নোট ছাপাখানা সিকিউরিটি প্রেস চালু হয় কবে?**
ক. ১৯৯৮ সালে খ. ১৯৮৯ সালে গ. ১৯৮৭ সালে ঘ. ১৯৯০ সালে

১৪। **বাজারে চালু কোন কোন নোটে অর্থসচিবের স্বাক্ষর আছে?**
ক. ১ ও ২ টাকার নোটে খ. ১ ও ৫ টাকার নোটে গ. ১ ও ১০ টাকার নোটে ঘ. ১ ও ৫০ টাকার নোটে

১৫। **উপমহাদেশের সর্বপ্রথম মুদ্রা আইন কবে পাশ করা হয়?**
ক. ১৮৩৫ সালে খ. ১৮৩৬ সালে গ. ১৮৩৭ সালে ঘ. ১৮২০ সালে

১৬। **বাংলাদেশের সিকিউরিটি প্রেস থেকে ছাপানো প্রথম নোট কোনটি?**
ক. ২০ টাকার নোট খ. ১০ টাকার নোট গ. ৫০ টাকার নোট ঘ. ১০০ টাকার নোট

১৭। **বিশ্বব্যাংক কোন ধরণের ঋণ প্রদান করে?**
ক. দীর্ঘমেয়াদি খ. স্বল্পমেয়াদি গ. সর্বোচ্চ ৫০ বছরের ঘ. সর্বোচ্চ ২০ বছরের জন্য

১৮। **গ্রামীণ ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ১৯৮০ সালে খ. ১৯৮৩ সালে গ. ১৯৯০ সালে ঘ. ১৯৭২ সালে

১৯। **কোন ব্যাংক বাংলাদেশের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে ঋণ দিয়ে দেশে বিদেশে সুনাম অর্জন করেছে?**
ক. কৃষি ব্যাংক খ. গ্রামীণ ব্যাংক গ. সমবায় ব্যাংক ঘ. ইসলামিক ব্যাংক

২০। **ইসলামী শরীয়া মোতাবেক পরিচালিত ব্যাংক -**
ক. ইসলামী ব্যাংক খ. আল-আরাফা ইসলামী ব্যাংক গ. সোস্যাল ইনভেস্টমেন্ট ব্যাংক ঘ. সবগুলোই

২১। **মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোথায় প্রথম গ্রামীণ ব্যাংকের মডেল তৈরী করা হয়?**
ক. নিউইয়র্কে খ. ওয়াশিংটনে গ. ক্যালিফোর্নিয়ায় ঘ. ফ্লোরিডায়

২২। **আণবিক কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান কবে প্রতিষ্ঠিত হয়?**
ক. ১৯৭১ সালে খ. ১৯৭২ সালে গ. ১৯৭৯ সালে ঘ. ১৯৭৮ সালে

২৩। **"চিংড়ি গবেষণা কেন্দ্র" কোথায় অবস্থিত?**
ক. চাঁদপুর খ. ফরিদপুর গ. ঢাকা ঘ. খুলনা

২৪। **উপমহাদেশে প্রথম কত সালে রেলগাড়ি চালু হয়?**
ক. ১৮৫২ সালে খ. ১৮৫৪ সালে গ. ১৮৫৩ সালে ঘ. ১৮৫৮ সালে

২৫। **বাংলাদেশের কোন জেলায় তামাকে বেশি জন্মে?**
ক. যশোর খ. রংপর গ. নবাবগঞ্জ ঘ. সিলেট

২৬। **"উপকূলীয় সবুজ বেষ্টনী" বনাঞ্চল কয়টি জেলায় করা হয়েছে?**
ক. ৮ টি খ. ১০ টি গ. ১২ টি ঘ. ২৮ টি

২৭। **বাংলাদেশে মূল্য সংযোজন কর চালু হয় কবে?**
ক. ১৯৯১ সালে খ. ১৯৯৩ সালে গ. ১৯৯৫ সালে ঘ. ১৯৯৬ সালে

২৮। **বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত -**
ক. পুঁজিবাদী খ. মিশ্র গ. সাম্যবাদী ঘ. ক + খ

২৯। **হিলি স্থল বন্দর বাংলাদেশের কোন জেলায় অবস্থিত?**
ক. লালমনিরহাট খ. নীলফামারী গ. কুড়িগ্রাম ঘ. দিনাজপুর

৩০। **বাংলাদেশে কোন সালকে বিনিয়োগ বর্ষ বলা হয়?**
ক. ১৯৯৩ সালে খ. ১৯৯৫ সালে গ. ১৯৯৭ সালে ঘ. ১৯৯৯ সালে

৩১। **"দি হাবিব ব্যাংক লিঃ" কোন ব্যাংকের পূর্বনাম?**
ক. সোনালী ব্যাংক খ. অগ্রণী ব্যাংক গ. জনতা ব্যাংক ঘ. রূপালী ব্যাংক

৩২। **মুদ্রা অবমূল্যায়নের মূখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে -**
ক. রপ্তানী বৃদ্ধি খ. আমদানী কমানো গ. বিদেশী বিনিয়োগ বাড়ানো ঘ. সবগুলো।

৩৩। **বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ বেসরকারী সার কারখানা কোনটি?**
ক. যমুনা সার কারখানা খ. কাফকো গ. জিয়া সার কারখানা ঘ. আশুগঞ্জ সার কারখানা

৩৪। **বাংলাদেশে একমাত্র লৌহ ও ইস্পাত কারখানাটি অবস্থিত?**
ক. খুলনা খ. সৈয়দপুর গ. চট্টগ্রাম ঘ. জয়দেবপুর

৩৫। **গ্রামীণ ব্যাংকের প্রাথমিক সূচনা হয় কোন জেলায়?**
ক. ঢাকা খ. খুলনা গ. চট্টগ্রাম ঘ. রাজশাহী।

৩৬। **কোন জেলাকে "বাংলাদেশের শস্য ভান্ডার" বলা হয়?**
(ক) মৌলভীবাজার (খ) ময়মনসিংহ (গ) যশোর (ঘ) বরিশাল

৩৭। **কোন গাছের ছাল থেকে রং প্রস্তুত করা হয়?**
(ক) গেওয়া (খ) গরান (গ) ধুন্দল (ঘ) সেগুন

৩৮। **সুন্দরবনের কত শতাংশ বাংলাদেশে পড়েছে?**
(ক) ৪২ শতাংশ (খ) ৬২ শতাংশ (গ) ৬৮ শতাংশ (ঘ) ৫২ শতাংশ

৩৯। **বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন (BIWIC) এর সদর দপ্তর কোথায় অবস্থিত?**
(ক) চট্টগ্রাম (খ) খুলনা (গ) নারায়নগঞ্জ (ঘ) ঢাকা

৪০। **বাংলাদেশ রেলওয়ে পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর কোথায় অবস্থিত? বর্তমানে ঢাকায়**
(ক) চট্টগ্রাম (খ) রংপুর (গ) রাজশাহী (ঘ) সিলেট

৪১। **বাংলাদেশের কোন জেলা সর্বাধিক আর্সেনিক আক্রান্ত?**
(ক) রংপুর (খ) গোপালগঞ্জ (গ) চাঁদপুর (ঘ) মেহেরপুর

৪২। **বাংলাদেশে পাট ব্যবসায় প্রধান কেন্দ্র কোনটি?**
(ক) ময়মসিংহ (খ) যশোর (গ) নারায়ণগঞ্জ (ঘ) ঢাকা

৪৩। **"Black Bengal" কি?**
(ক) গবাদি পশুর রোগ (খ) কালো জাতের ছাগল (গ) ভারতের কমান্ডো বাহিনী (ঘ) শন্ড়লারমার কমান্ডো বাহিনী

৪৪। **বাংলাদেশে খনিজ তেল আবিস্কৃত হয় কত সালে?**
(ক) ১৯৫৫ সালে (খ) ১৯৫৭ সালে (গ) ১৯৮৬ সালে (ঘ) ১৯৮৭ সালে

৪৫। **বাংলাদেশে প্রথম গ্যাস উত্তোলন শুরু হয় কত সালে?**
(ক) ১৯৫৫ সালে (খ) ১৯৫৭ সালে (গ) ১৯৮৬ সালে (ঘ) ১৯৮৭ সালে

৪৬। **বাংলাদেশে রাবার চাষ শুরু হয় কত সালে?**
(ক) ১৯৬১ সালে (খ) ১৯৬৭ সালে (গ) ১৯৮৮ সালে (ঘ) ১৯৯০ সালে

৪৭। **ধান উৎপাদনে পৃথিবীতে শীর্ষ দেশ?**
(ক) বাংলাদেশ (খ) চীন (গ) মায়ানমার (ঘ) ফিলিপাইন

৪৮। **বাংলাদেশের দ্বিতীয় অর্থকরী ফসল কোনটি?**
(ক) পাট (খ) চা (গ) তামাক (ঘ) আলু

৪৯। **"FAO" এর মতে, বাংলাদেশের মোট ভূমির কত শতাংশ বনভূমি রয়েছে?**
(ক) ৯% (খ) ১০% (গ) ১২% (ঘ) ১৭%

৫০। **বাংলাদেশের একমাত্র আম গবেষণা কেন্দ্র কোথায় অবস্থিত?**
(ক) রাজশাহী (খ) চাঁপাইনবাবগঞ্জ (গ) নওগাঁ (ঘ) পঞ্চগড়

উত্তরমালা

০১। ক	০২। খ	০৩। ক	০৪। ক	০৫। ঘ	০৬। ক	০৭। খ	০৮। ঘ	০৯। গ	১০। ক
১১। খ	১২। ক	১৩। খ	১৪। ক	১৫। ক	১৬। খ	১৭। ক	১৮। খ	১৯। খ	২০। ঘ
২১। গ	২২। খ	২৩। ঘ	২৪। গ	২৫। খ	২৬। খ	২৭। ক	২৮। খ	২৯। ঘ	৩০। গ
৩১। খ	৩২। ঘ	৩৩। খ	৩৪। গ	৩৫। গ	৩৬। ঘ	৩৭। ঘ	৩৮। খ	৩৯। ঘ	৪০। গ
৪১। গ	৪২। গ	৪৩। খ	৪৪। গ	৪৫। খ	৪৬। ক	৪৭। খ	৪৮। খ	৪৯। খ	৫০। খ